ফসলের নাম	:	সরিষা
জাতের নাম	:	**বারি সরিষা-২০**
ছবি	:	
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	স্বল্প মেয়াদী জাত। জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন যা রোপা আমন-পতিত/সরিষা-বোরো ধান শস্য বিন্যাসে চাষে উপযুক্ত। গাছের উচ্চতা ৮৫-১১০ সেমি.। গাছ খাড়া ও মজবুত যা সহজে ঢলে পড়ে না। প্রতি গাছে শুঁটি বা সিলিকুয়ার সংখ্যা ৫০-৫৫ টি। প্রতি শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩৪ টি। বীজ হলুদ বর্ণের হওয়ায় বাদামী বর্ণের সরিষার জাতের তুলনায় ৩-৪% তেল বেশী থাকে। বীজে তেলের পরিমান ৪২-৪৪%। প্রস্তাবিত জাতটি স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুলের সাথে পরাগায়ন সংগতিপূর্ণ বিধায় বৈরি পরিবেশ যথা- মেঘাচ্ছন্নতা, কয়েকদিন দীর্ঘ শীতের প্রকোপ, কুয়াশাচ্ছন্নতা ও পরাগায়নকারী কীটপতঙ্গের অনুপস্থিতিতেও কাংখিত ফলন দিতে সক্ষম।
উপযোগী এলাকা	:	বাংলাদেশের সর্বত্রই এ সরিষার চাষ করা যায়।
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	:	বপন সময়: মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেমবর এ জাত বপন করার উপযুক্ত সময়। দেশের উত্তর অঞ্চলে যেহেতু শীত আগে আসে সেখানে আগাম বপন করা সম্ভব। বীজের পরিমান: প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি, প্রতি একরে ২.১-২.৪ কেজি ও বিঘা প্রতি ০.৭০-০.৮০ কেজি বীজ প্রয়োজন। সংগ্রহের সময়: এ জাতের সরিষার পরিপক্কতার সময় ৮০-৮৫ দিন। যখন গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ শুটি খড়ের রং ধারণ করে তখনই সরিষা কাটতে হবে।
ছবিসহ রোগবালাই	:	পাতা ঝলসানো রোগ হোয়াইট মোল্ড রোগ ক্লাব রোট রোগ
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	পাতা ঝলসানো ও হোয়াইট মোল্ড রোগ দেখা দিলে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ক্লাব রোট দেখা দিলে পরের বছরে সেই জমিতে সরিষা আবাদ করা যাবে না।

ছবিসহ পোকামাকড়	:	কাটুই পোকা জাব পোকা
পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	জাব পোকা সীমিত পরিসরে দেখা দিলেই ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি বা এডমায়ার ২০০ এম এল ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর দুই বার স্প্রে করতে হবে। কাটুই পোকা দেখা দিলে নাইট্রো-৫০৫ ইসি ২ মিলি/লি: লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২ বার বিকেল ৩টার পর ব্যবহার করতে হবে।
সার ব্যবস্থাপনা	:	সরিষা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাড়াতাড়ি শারীরিক বৃদ্ধির জন্য বেশির ভাগ সার গ্রহণ করে থাকে। সেজন্য অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসেবে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্চনীয়। রস কম থাকলে হালকা সেচ দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	১৬০০-২০০০ কেজি।